দৈনিক নয়া দিগন্ত

কোর্ট ফি বাড়ল পাঁচ গুণ পর্যন্ত বাজেট ঘাটতি মেটাতে ব্যাংক ঋণ নির্ভরতা বে

ঢাকা, সোমবার, ১৫ জুন ২০০৯, ১ আষা ১৪১৬, ২০ জমাদিউস সানি ১৪৩০

অতীতমুখী রাজনীতি ও ইতিহাসের শিক্ষা

ডা. ওয়াজেদ এ খান

প্রাতিষ্ঠানিক ও পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি মানুষ শিক্ষা নেয় প্রকৃতি থেকে। অতীতের অভিজ্ঞতা নিয়ে ইতিহাসের শিক্ষাকে কাজে লাগায় সুন্দর সুখময় ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে। শুধু ব্যক্তিজীবন নয়, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনেও এ কথা সমভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, যারা বাংলাদেশের সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্ণধার, যারা গোটা জাতির 'ভাগ্যবিধাতা' হিসেবে পরিচিত, তারা কখনোই ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়ার প্রয়োজন বোধ করেন না। ভালো অভিজ্ঞতাকে কাজে না লাগিয়ে নিতান্ত রাজনৈতিক কারণে ইতিহাসের দায় মেটাতে বরাবরই তারা হাতড়ে ফেরেন তিক্ততায় ভরা অতীতকে। অদূরদর্শী চিন্তাচেতনা, ব্যক্তি ও পরিবারকেন্দ্রিক কুপমণ্ডূকতা, দলীয় অহমিকা তাদের সামনে এগিয়ে না দিয়ে প্রতিনিয়ত তাড়িত করে পশ্চাতের দিকে। তারা হয়ে ওঠেন অতীতমুখী। তাদের রাজনীতি, সমাজনীতি সব কিছু আবর্তিত হয় অতীতকে ঘিরে। ভবিষ্যতের ভাবনার চেয়ে অতীতের সস্তা আবেগ-অনুভূতিকে আঁকড়ে ধরেন তারা। ফলে উন্নয়নের ধারা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছে দেশ ও জাতি। স্বাধীনতা অর্জনের দীর্ঘ ৩৮ বছর পর দূরদর্শী ও সঠিক নেতৃত্বের অভাবেই জনগণ আশাহত হচ্ছে বারবার।

রাজনৈতিক অঙ্গনে সীমাহীন নৈরাজ্যের ফলে দেশে অপ্রত্যাশিতভাবে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটেছিল ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি। সেনাসমর্থিত, দ্বৈতসত্তার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জরুরি শাসনব্যবস্থা দুই বছর ধরে মুখ বুজে মেনে নিতে হয় দেশবাসীকে। আইন যাদের কেশাগ্রও কখনো স্পর্শ করতে পারেনি, যারা নিজেদের আইনের ঊর্ধ্বে ভাবতেন, তাদেরকেও অত্যন্ত অসম্মানজনকভাবে গ্রেফতার করে কারান্তরীণ করা হয় সে সময়। সাবেক দুই প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি, চাঁদাবাজি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মামলা দায়ের করা হলো গণ্ডায় গণ্ডায়। জেলখানার বছরের হিসাবে দু'জনই এক বছরেরও বেশি সময় কাটিয়েছেন কারাগারের নির্জন প্রকোষ্ঠে। বারবার দাঁড়িয়েছেন বিচারের কাঠগড়ায়। কিন্তু কোনো মামলায় চূড়ান্ত রায় না হতেই তারা ফিরে এসেছেন স্বাভাবিক রাজনৈতিক জীবনে। তাদের একজন শেখ হাসিনা এখন দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যজন বেগম খালেদা জিয়া বিরোধীদলীয় নেতা। রাজনৈতিক

প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা প্রতিহিংসা যে কারণেই হোক, দেশের শীর্ষ এ দুই নেত্রীর মধ্যে বৈরিতা দীর্ঘদিনের। কারাবাসকালে একই পরিবেশ ও নৈকট্যে অবস্থানের কারণে তাদের মধ্যে যে ন্যূনতম সাময়িক সখ্যের সৃষ্টি হয়েছিল, ২৯ ডিসেম্বরের সংসদ নির্বাচন তাদের আবার ঠেলে দিয়েছে দুই মেরুতে অর্থাৎ আগের অবস্থানে। বিগত নির্বাচনের আগে দেশের অধিকাংশ মানুষ অনেকটা আকৃষ্ট হয়েছিল মহাজোট সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার দেখে।' ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং দিন বদলের বাহারি স্লোগান শুনে। দেশবাসী এর চেয়েও বেশি আশ্বস্ত হয়েছিল এ কথা ভেবে যে, জরুরি অবস্থা চলাকালে রাজনীতিকরা ঠেকে হলেও যতটুকু শিখেছেন, অন্তত সেই অভিজ্ঞতাটুকু কাজে লাগিয়ে আগের প্রতিহিংসার রাজনীতি পরিহার করে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার প্রমাণ রাখবেন জাতীয় জীবনে। অতীতের ভুলভ্রান্তি ও তিক্ততার অবসান ঘটিয়ে সত্যিই দিন বদলের মাধ্যমে মানুষের ভাগ্য বদলে দিতে মনোনিবেশ করবেন। টেকসই গণতন্ত্রের জন্য আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি তারা সংসদকে আরো কার্যকর করে তুলবেন। কিন্তু মহাজোট সরকারের প্রথম শত দিনের কর্মকাণ্ড আশাভঙ্গের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিডিআর সদর দফতরের নৃশংস হত্যাকাণ্ডকে দুর্ঘটনা হিসেবে ধরে নেয়ার পরও সরকার যে ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে বা নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে জাতীয় সংসদ ও মন্ত্রিপরিষদে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা নিয়ে ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি হচ্ছে। বিরোধী দলের ওপর পুরনো কায়দায় রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতেই যে সরকার এমনটি করছে, ক্রমেই এমন ধারণা বদ্ধমূল হচ্ছে জনমনে। প্রশ্ন উঠেছে সুষ্ঠুভাবে দেশ পরিচালনায় সরকারের আন্তরিকতা নিয়ে। দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি আসনে বিজয়ী আওয়ামী লীগ সরকার এখনো সদিচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারেনি রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে। জাতীয় উন্নয়ন এবং জনজীবনে আস্থা ও স্বস্তি ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে সঠিক অগ্রাধিকার নির্ধারণ না করে সরকার ক্রমান্বয়ে ফিরে যাচ্ছে অতীতমুখী রাজনীতিতে। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' ও 'ভিশন ২০২১'-এর কথা সভা-সমিতিতে বললেও সরকার নতুনভাবে শুরু করতে চাচ্ছে ১৯৭২ সাল থেকে। ১৪ বার সংশোধিত সংবিধানকে ১৯৭২ সালের অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়া, নতুন করে কথিত যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের আয়োজন করা, সংবিধান থেকে 'বিসমিল্লাহ' ও 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' রহিত করা, একমাত্র শেখ মুজিবুর রহমান ছাড়া মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস থেকে সবার নাম মুছে ফেলা, জাতীয় সংসদে মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ জিয়াকে কটাক্ষ করা, এসব কিছুই হচ্ছে বিভেদ-বিভ্রান্তি, বিদ্বেষ সৃষ্টির মাধ্যমে।

বাংলাদেশকে ইসলামি জঙ্গিরাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করতে মন্ত্রীরা মসজিদের ইমাম, মাদ্রাসার শিক্ষক-ছাত্র, এমনকি সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে জঙ্গিদের অস্তিত্বের কথা বলে নিজ দেশের সজ্ঞাত সৃষ্টির সুযোগ করে দিচ্ছেন। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় স্বাধীন সত্তায় আবির্ভূত বিচার বিভাগ, দুর্নীতি দমন কমিশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশনসহ প্রায় সবগুলো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান তছনছ করে দিয়ে নিজদলীয় লোকজন নিয়োগ করা হচ্ছে। দুদক'র চেয়ারম্যানকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। পাবলিক সার্ভিস কমিশনে যুবলীগ নেতা নিয়োগ পেয়েছেন। সামরিক-বেসামরিক প্রশাসনে হিড়িক পড়েছে রদবদল এবং ওএসডিকরণের। সামাজিক সন্ত্রাস মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। সরকারদলীয় ছাত্র সংগঠনের সৃষ্ট নৈরাজ্যে উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হয়ে পড়েছে অচল। হাসপাতাল, অফিস-আদালত, পরিবহন সর্ব ক্ষেত্রে বিরাজ করছে চরম বিশৃঙ্খলা। নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে শীর্ষ সন্ত্রাসী ও গডফাদাররা। ভেঙে পড়েছে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি। বিচার বিভাগের অবস্থাও তথৈবচ। কোনো ধরনের বাছ-বিচার না করেই সরকারদলীয় নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে দায়েরকৃত দুর্নীতির মামলাগুলোকে রাজনৈতিক মামলা হিসেবে ঢালাওভাবে বাতিল করা শুরু হয়েছে। দুর্নীতি ও খুনের মামলায় সাজাপ্রাপ্ত ফেরারি আসামিরা দেশে ফিরে আদালতে আত্মসমর্পণ না করে বা জামিন না নিয়েই আইনপ্রয়োগকারীর সংস্থার সদস্যদের নাকের ডগার সামনে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শুধু কি তাই, শত শত কোটি টাকার

দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত ১০ বছরের সাজাপ্রাপ্ত একটি শিল্পগোষ্ঠীর চেয়ারম্যান ফেরার জীবন থেকে বেরিয়ে এসে প্রথমবারের মতো দর্শন দেন কুর্মিটোলা গলফ ক্লাবে সেনাপ্রধান জেনারেল মইন ইউ আহমেদের সাথে একটি অনুষ্ঠানে। ফুটবল ফেডারেশনকে প্রায় ২০০ কোটি টাকার সম্পদ অনুদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দানবীর হিসেবে আবির্ভূত হন। যার নেতৃত্বে সেনাবাহিনী দুর্নীতিবিরোধী অভিযানের সর্বাত্মক চেষ্টা চালায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে, যিনি সভা-সমিতিতে রাজনীতিকদের দুর্নীতির লোমহর্ষক ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন; তার উপস্থিতিতে এ ধরনের সমাবেশ নিয়ে নীতি-নৈতিকতার প্রশ্ন ওঠায় সেনাপ্রধান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু ওই শিল্পপতিকে দেশে ফিরে আসার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে সরকারেরই একটি প্রভাবশালী অংশ মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে। এ প্রসঙ্গে শীর্ষ রাজনীতিকদের দুর্নীতি মামলার কথা উঠে এসেছে। সর্বশেষ, হাসিনা সরকার খালেদা জিয়াকে সেনানিবাসের বাড়ির বরাদ্দ বাতিল এবং ১৫ দিনের মধ্যে বাড়ি ছেড়ে দেয়ার নোটিশ দিয়ে প্রতিহিংসাপরায়ণতার যে নজির স্থাপন করেছে, তা সমস্যাসঙ্কুল এ সরকারকে সমস্যার আরো গহিনে নিপতিত করছে। এসব ইস্যু বিরোধী দলের হাতে তুলে দিয়ে পিলখানা হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ভিন্ন খাতে প্রবাহের সরকারি অভিপ্রায় বুমেরাং হতে পারে। দেশের মানুষের মূল সমস্যা পাশ কাটিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য হঠকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ক্ষমতা দীর্ঘমেয়াদি করতে দেশকে একদলীয় শাসনব্যবস্থার দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হলে তা হবে আত্মঘাতী। সরকারের মন্ত্রীদের কথায় ও আচরণে মনে হচ্ছে, তারাই দেশের মালিক মোখতার এবং তাদের এ ক্ষমতা চিরস্থায়ী। আসলে আমরা অতিশয় আত্মবিস্মৃত জাতি। আমরা কখনোই ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়ার চেষ্টা করি না। প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিপরিষদের আক্রমণাত্মক বক্তৃতা-বিবৃতিতে আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ লক্ষণীয়। জাতীয় সংসদসহ সর্বত্রই তারা কঠোর ও আপত্তিকর বাক্যবাণে জর্জরিত করছেন, বিরোধীদলীয় নেতানেত্রীদের। তাদের কথা শুনলে কারো বোঝার উপায় নেই যে, তারা দলমত নির্বিশেষে দেশের সব নাগরিকের প্রতিনিধি, না শুধু আওয়ামী লীগের? রাষ্ট্রীয় শপথ ভুলে গিয়ে তারা যা কিছু করছেন সব কিছুই যেন অনুরাগ-বিরাগ ও প্রতিশোধ স্পৃহার বশবর্তী হয়ে। দিন বদলের স্লোগান দিয়ে নির্বাচনী বৈতরণী পার হলেও ঘটমান সব সন্ত্রাস, অনিয়ম, দুর্নীতি ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে অতীতের ঘটনার তুলনা করে দিন বদলের পরিবর্তে কার্যত হয়ে পড়ছেন অতীতাশ্রয়ী। এক-এগারোর পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে শিক্ষা গ্রহণ এবং পিলখানা হত্যাকাণ্ডের পর সৃষ্ট ভয়াবহ সঙ্কট থেকে উত্তরণের জন্য সরকার জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস না চালিয়ে বেছে নিয়েছে বিভাজন বৃদ্ধির পথ। রাজনীতি ছাড়াও সামরিক-বেসামরিক প্রশাসনেও এর ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। সত্যিকারার্থে দিন বদল করতে চাইলে সবার আগে মানসিকতা বদলাতে হবে। অতীত নয়, দেশ ও জাতির স্বার্থেই রাজনীতিকে করতে হবে ভবিষ্যৎমুখী।
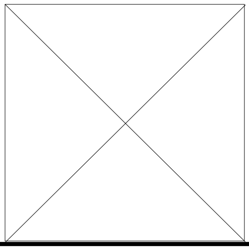
লেখক ঃ নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক ‘বাংলাদেশ’ পত্রিকার সম্পাদক
www.weeklybangladesh@mindspring.com